তারিখ ... 28 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ... .

দৈনিক
ইত্তেফাক

বাতিল হচ্ছে না পঞ্চম শ্রেণির সমাপনি

পরীক্ষা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় নাকচ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) এবং অষ্টম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে না। আগামী নভেম্বর মাসে পূর্ব নিধারিত সময়েই এ দুইটি পরীক্ষা নেয়া হবে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করায় পিইসি পরীক্ষা এ বছর থেকে তুলে দিয়ে জেএসসিকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হিসাবে গণ্য করার যে প্রস্তাব উঠেছিল, মন্ত্রিসভা তা নাকচ করে দিয়েছে। এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে প্রায় ৩০ লাখ আর অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় ২০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

গতকাল মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আনা পিইসি বাতিলের প্রস্তাব দীর্ঘ আলোচনার পর নাকচ করে দেয়া হয়। সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সংশ্লিষ্ট সচিবেরা এতে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাব আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপস্থাপনের নির্দেশনা দিয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সচিবালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। যতদিন এটা পরিবর্তন না হবে, ততদিন পুরনো নিয়মে পরীক্ষা চলতে থাকবে। তিনি বলেন, 'বর্তমানে প্রাইমারি স্কুল এক জায়গায়, হাই স্কুল আরেক জায়গায়। হাই স্কুলকে আধাভাগ করবেন তিন ক্লাস পর্যন্ত, এগুলো তো এক জায়গায় আনা যাচ্ছে না। এজন্য সব বিষয় ভালো করে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর প্রস্তাব নিয়ে আসতে বলেছে মন্ত্রিসভা।'

গত ২১ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় চলতি বছর থেকেই পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাচ্ছে, প্রাথমিকের সমাপনী হবে অষ্টম শ্রেণিতে। মন্ত্রীর এ বক্তব্যের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'এটা মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেনি। এ বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা হবে।'

আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে অষ্টম শ্রেণি সমাপনী এবং নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শুরু হওয়ার কথা।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

বাতিল হচ্ছে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিভাবকরা বলছেন, সরকারের একজন মন্ত্রী যখন একটি বিষয় ঘোষণা দেন, তখন জনগণ এটাকে সরকারি ভাষ্য হিসাবেই গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। গত ২১ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'এবার থেকেই সমাপনী পরীক্ষা বাদ। কথা হয়ে গেছে। এখন বাকি শুধু আনুষ্ঠানিকতা।' মন্ত্রীর এই বক্তব্য আমরা সরকারের বক্তব্যই ধরে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ পরীক্ষা বাদ হলো বলেই ধরে নিয়েছিলাম; কিন্তু এখন বলা হচ্ছে পরীক্ষা হবে।

আগামীতে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা বাতিল হবে- মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই অভিভাবকরা আন্দোলনে নেমে পড়ে। তাদের দাবি ছিল, এবার থেকেই ৫ম শ্রেণির সমাপনী বাতিল করতে হবে। এই পরীক্ষা শিশুদের বাড়তি মানসিক চাপে ফেলছে। পরে ২১ জুন মন্ত্রী জানান, এ বছর থেকেই পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী বাতিল করা হচ্ছে। তার এই ঘোষণায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অভিভাবকরা। তারা সন্তানদের কোচিং বন্ধ করে দেন। কোনো কোনো স্কুল সমাপনী পরীক্ষার আগে গ্রহণ করা মডেল টেস্টও বাতিলের ঘোষণা দেয়। একারণে গতকাল মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের পর অনেক অভিভাবক বিস্ময় ও হতাশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০'-এ ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তর হবে নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, মাদ্রাসার ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা হচ্ছে ২০১০ সাল থেকে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

ঋণচুক্তির খসড়া অনুমোদন: এদিকে, মন্ত্রিসভায় গতকাল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণচুক্তির খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে মোট খরচ হবে ১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে রাশিয়ার সরকার ঋণ হিসেবে দেবে ১১ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাকি অর্থ বাংলাদেশ সরকার দেবে। অনুদান হিসেবেও কিছু অর্থ পাওয়া যাবে। এই ঋণের গ্রেস পিরিয়ড থাকবে ১০ বছর। ৩০ বছরের মধ্যে ঋণ শোধ করতে হবে। ২০২৭ সালের ১৫ মার্চ থেকে প্রতি বছর এই সময়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। সুদের হার ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে শুরু হবে। তবে তা ৪ শতাংশের বেশি হবে না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, আগামী জুলাই বা আগস্ট মাসে দুই দেশের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি সই হবে। তবে এই চুক্তি বাংলাদেশে না রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে তা এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।